স্বরূপভূত ধর্ম্মের উপদেশ আছে, সেই বিশুদ্ধভক্তিধর্ম্মের কথা ব্রহ্মাকে বলিয়াছিলাম। এই ভগবদুপদেশবাক্যানুসারেও চতুর্থ "এতাবদেব জিজ্ঞাস্যম্" ইত্যাদি শ্লোকেও সাধনভক্তি ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। এস্থানেও পুনর্ব্বার বিস্তারিত ব্যাখ্যা করিবার জন্য শ্লোকটি উল্লেখ করা হইয়াছে।

ব্যাখ্যা যথা—আত্মা ভগবান্ যে আমি, সেই আমার প্রেমরূপ রহস্যতত্ত্ব অনুভব করিতে যে জন ইচ্ছা করে, সেইজন শ্রীগুরুচরণের নিকটে এতাবন্মাত্রই জিজ্ঞাসা করিবে। সেই জিজ্ঞাস্য বিষয়টি কি, এই অপেক্ষায় বলিতেছেন যে—একই বস্তু অন্বয় অর্থাৎ বিধিমুখে ব্যতিরেক অর্থাৎ নিষেধমুখে পাওয়া যায়। তন্মধ্যে অন্বয়মুখে প্রাপ্তি যথা—৩।২৫।৪৪ শ্লোকে—

"এতাবানেব লোকেঽস্মিন্ পুংসাং নিঃশ্রেয়সোদয়ঃ।
তীব্রেণ ভক্তিযোগেন মনো মষ্যর্পিতং স্থিরম্॥"

ভগবান্ শ্রীকপিলদেব নিজ জননীকে কহিলেন—হে মাতঃ! তীব্র-ভক্তিযোগে আমাতে অর্পণ করিলেই চঞ্চল মন স্থির হইয়া থাকে। এইটিই ইহলোকে মানবমাত্রের নিঃশেষ-মঙ্গলপ্রাপ্তি। শ্রীভগবদ্গীতাতেও—

"মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদ্যাজী মাং নমস্কুরু।
মামেবৈষ্যসি সত্যং তে প্রতিজানে প্রিয়োঽসি মে॥"

হে অর্জ্জুন! তুমি মদ্বিষক সঙ্কল্পযুক্ত ভক্ত হও, আমার পূজাশীল হও, আমাকে প্রণাম কর, তাহা হইলে আমাকেই পাইবে। আমি তোমারই নিকটে শপথ করিতেছি ও প্রতিজ্ঞা করিতেছি—এইরূপ ভজন করিতে করিতে তুমি অবশ্যই আমাকে পাইবে; এ বিষয়ে আমি প্রতিভু অর্থাৎ জামীন রহিলাম। যেহেতু তুমি আমার অতিশয় প্রিয়, তুমি অন্য যে কোন সাধনপথেই যাও, আমার সহিত তোমার দেখা হইবে না। তুমি হয়ত ভুক্তিতে, সিদ্ধিতে অথবা মুক্তিতে অর্থাৎ স্বরূপানন্দ আস্বাদন-আবেশে ডুবিয়া থাকিবে; আমার কথা তোমার মনেও পড়িবে না। আমি কিন্তু তোমাকে প্রীতি করি বলিয়া তোমাকে পাইবার জন্য অত্যন্ত আকাঙ্ক্ষা করি। যদি এই বিশুদ্ধ ভক্তিপথ অবলম্বন কর, তাহা হইলে আমাতে তোমাতে নিত্য সম্বন্ধ সর্ব্বদাই হৃদয়ে জাগিবে এবং আমাকে পাইয়া তুমি সুখী হইবে, তোমাকে পাইয়া আমি সুখী হইব। এই বিশুদ্ধ ভক্তিপথই আমার প্রাপক। শ্রীমদ্ভাগবত ও শ্রীমদ্ভাগবতদ্গীতায় অন্বয়মুখে ভক্তির অবশ্যকর্ত্তব্যতা নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ব্যতিরেক অর্থাৎ নিষেধমুখে